R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১. বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ৪৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৪ সাল ১৩ই মে, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০্ টাকা

পুলিশ অফিসারের আচরণে কবরে হিটলারের শবও নড়ে বস্‌লো !

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৮ মে বিকেলে জঙ্গিপুর সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের হাতে প্রহৃত হলেন জনৈক এ্যাডভোকেট, তাঁর ভাই ও বাবা। প্রকাশ, ঘটনার দিন উক্ত অফিসার মির্জাপুর সাদার ইণ্ডিয়া বিড়ি ফ্যাক্টরীর সামনে পুলিশ ফোর্স নিয়ে ট্রাক, প্রাইভেট কার, স্কুটার প্রভৃতি লাইসেন্সপ্রাপ্ত যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। সেই সময় প্রণব ভদ্র নামে মির্জাপুরের জনৈক যুবক স্কুটারযোগে শহরে আসছিলেন। এস ডি পি ও তাঁর গাড়ী থামিয়ে কাগজপত্র চাইলে তিনি তা দেখাতে পারেন না। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তার সময় এস ডি পি ও উত্তেজিত হয়ে প্রণবের গালে চড় মারেন। ক্ষুব্ধ ও অপমানিত প্রণব বাড়ীতে কাগজপত্র নিতে এসে দাদা এ্যাডভোকেট অক্ষয় ভদ্রকে (স্বজন) সব ঘটনা বলেন। অক্ষয় ভদ্র, তাঁর বাবা অমূল্য ভদ্র ও প্রণব ঘটনাস্থলে গিয়ে (৩য় পৃষ্ঠায়)

উমরপুর হাট মালিকের দাপটে মির্জাপুরে নাভিশ্বাস

বাণীপুর : গত ৯ মে সকালে প্রতি দিনের মতো দাঁতুড়া, বিশোড়, আথুয়া, বেনাইপাড়া, জিনদীঘি, সেখদীঘি গ্রামের ব্যাপারীরা চাল নিয়ে মির্জাপুর বাজারে বিক্রী করতে এলে পথে উমরপুর পশু হাটের কাছে জনৈক পঙ্কজ সাহার (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাণীপুর জুঃ হাইস্কুলে যা খুশি তাই চলছে

সংবাদদাতা : বাণীপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় এ স্কুলের ভরাডুবির দেরী নেই। একদিকে শিক্ষক মাত্র ৫ জন। কোন অশিক্ষক কর্মী নেই। ঝাঁট দেওয়া, পড়ানো, ঘন্টা দেওয়া, করণিকের কাজ সবই করতে হয় এই শিক্ষকদের। পূর্বের প্রধান শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। তাঁর স্থলে কোন নিয়োগ হয়নি। একজন শিক্ষক যিনি বি এড নন তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে একজন সহকারী শিক্ষক বি এডে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নাকি ট্রেনিং এ যেতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। কারণ তিনি বি এড পাশ করে এলে অফিসিয়েটিং প্রধান শিক্ষককে সরে যেতে হতে পারে। ডি, আইকেও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে বলা হচ্ছে না। ভীতি যদি বাইরের লোক এসে কমিটির মৌরসী পাট্টা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অভিভাবকদের অভিযোগ, এ স্কুলে পয়সা কড়ি তছ-নছ করা হচ্ছে। তাই এত ঢাক গুড় গুড় করছেন কমিটির সভ্যরা। রঘুনাথ-গঞ্জের চারদিকে আজ ছাত্র ভর্তির সমস্যা বিশাল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারী শিক্ষা প্রশাসনের সুদৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে গ্রামের মানুষ মনে করেন।

ঠাণ্ডা পানীয় ঃ ২টাঃ ৭৫পঃ

নিম্নে উল্লিখিত ব্র্যাণ্ডগুলির প্রতি বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ের অনুমোদিত সর্ব্বাধিক বিক্রয় মূল্য ঃ

গোল্ড স্পট				বিজলী গ্রীল প্রোডাক্ট	
লিমকা	২টাঃ ৭৫পঃ	থ্রিল	২টাঃ ৭৫পঃ	আইসক্রীম সোডা	২টাঃ ৭৫পঃ
থামস্ আপ		স্প্রিন্ট		মুড	
রিমঝিম		রাশ		অরেঞ্জ	
মাজা				পাইনাপেল	

ব্যবহারকারীদের স্বার্থে নরম পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলির দ্বারা একযোগে প্রচারিত।

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে বৈশাখ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

কবি প্রণাম

প্রতিটি ২৫শে বৈশাখেই কবি-গুরুর জন্ম দিবস ফিরিয়া আসে। এবারও আসিয়াছে ১২৬তম জন্ম দিবসটি। প্রতিটি ২৫শে বৈশাখেই আমাদের সম্মুখে একটি বিশেষ সত্য শপথের ক্ষণ লইয়া আসে, যাহার মর্মার্থ: যাঁহারা জীবনের জয়গানের কবি, রবীন্দ্রনাথের আসন তাঁহাদেরই দলে। বিশ্ব-কবির সেই জয়গান হইতেছে একালের ভারতীয় জীবনের জয়-গান। একথা যথার্থ যে (তিনি) একালের ভারতীয় জীবনের যত দুঃখ, যত সঙ্কট—সে সবের কিছুই তাঁহার দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রহরা এড়াইয়া যায় নাই। এ সম্পর্কে কোন সত্যকেই, তাহা যতই অপ্রিয় হোক, তিনি উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার বাণী ছিল আলোর মত উজ্জ্বল, তাঁহার বাণী ঝলকিয়া উটিয়াছে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত: 'যেন রসনায় মম/সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম…।' সুতরাং প্রতিটি ২৫শে বৈশাখ আমাদের সম্মুখে সেই বিশেষ শপথের ক্ষণটি লইয়া আসে। আমাদের ঘরে ফিরিবার ডাক দিয়া যায়। আমরা নিজেদের নূতন করিয়া জানিবার প্রচেষ্টা চালাই। কিন্তু তবুও কি আমাদের আপনার জনকে আপন করিয়া পাই? আসলে কবির প্রতিকৃতিকে ধূপ-দীপ-পুষ্পাভরণে সজ্জিত করি। মাঝখান হইতে হারাইয়া যায় আসল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-জন্ম-দিবসে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের এক বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। শুধুমাত্র ফুল, মালা ও সঙ্গীতের আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন না করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাণী, আদর্শ ও সাহিত্যকে আপামর জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারের সমস্ত দায় বহন করিতে হইবে তাঁহাদের। তবেই আসিবে ২৫শে বৈশাখের সার্থকতা।

যুগস্রষ্টা ও জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ

মানিক চট্টোপাধ্যায়

যুগে যুগে এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে এই পৃথিবীতে যাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মানুষের মনের কথা, যাঁরা পৃথিবীতে নিয়ে আসেন উজ্জ্বল আশার আলো, যাঁরা পৃথিবীর মানুষের সামনে উন্মুক্ত করেন নূতন উষার স্বর্গদ্বার তাঁরা সর্বযুগের সর্বদেশের কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কর্মী, শিক্ষক, পল্লী সংগঠক এবং দেশ-প্রেমিক। অভিজাত পরিবারে জন্ম নিলেও সারা জীবন ধরে শোষিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষের কথা তিনি ভেবেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা ও জাতীয় কবি। তাঁর মুখেই শুনেছি আমরা জাতির হাসিকান্না, ব্যথা-বেদনা ও আশা আকাঙ্খার কথা। জাতির মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই জাতীয় কবি। তাই হিজলী জেলে অসহায় বন্দীদের উপর গুলিচালনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালা-বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বর্জন করেছিলেন তাঁর 'নাইট' উপাধি। চারি-দিকের অত্যাচার ও বেদনার কালো অন্ধকারের মধ্যে কবি দেখেছিলেন নূতন প্রভাতের স্বপ্ন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠল কবি তখন রোগশয্যায়। তবুও কবি ধিক্কার জানালেন এই যুদ্ধের প্রস্তুতিকে। তিনি লিখলেন—

'মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন
বিচারক

শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী
নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিৎ
বীভৎসা 'পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।'

এই জাতীয় কবি হিংসার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতা-বাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বারবার ধিক্কার জানিয়েছেন। পৃথিবীর সকল মানুষ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হোক, পৃথিবীতে মহামানবের মহামিলনের সেতুবন্ধ রচিত হোক—এই ছিল কবির জীবনের স্বপ্ন। যারা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করেছে, পৃথিবীর সকল আলো নিভিয়েছে, ঘোর অন্ধকারে পৃথিবীকে ঢেকে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে—কবি তাদের ক্ষমা করে যেতে পারেননি।

বর্তমান বৎসর কবির ১২৬তম জন্মবর্ষ। আজ আমাদের চলার পথে নানান বাধা। এদিকে ওদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বর্ণবৈষম্য, জাতপাতের ঠুনকো বিচার, সংকীর্ণ ধর্মচেতনা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বাধা। পৃথিবীতে আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদসঞ্চার শোনা যাচ্ছে। আজ রবীন্দ্র-নাথের প্রগতিমূলক চিন্তাভাবনার যথার্থ মূল্যায়ন করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে এই অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাই আমাদের কবির ১২৬তম জন্মবর্ষে সাম্রাজ্য-বাদ, যুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি অশুভ শক্তিগুলি নির্মূল করার শপথ নিতে হবে। তবেই কবির স্বপ্ন সফল হবে। একদা যাঁর বীণার তন্ত্রে নিখিল বিশ্বের মহাওঙ্কার ধ্বনি অপরূপ রাগে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল—তাঁর ১২৬তম জন্মবর্ষের উৎসব অঙ্গন মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হোক এ আমাদের সকলের কামনা। কবি মানুষকে ভালো-বেসেছিলেন। তাই আমরা স্মরণ করব তাঁর গভীর আত্ম-বিশ্বাসের কথা—মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু ১৬৬

ভুলে ভরা তোমার কর্মভূমি

ছড়াদার

দা-ঠাকুরের জঙ্গিপুরেও
[illegible] ভুলে ভরা।
দরবেশ নাই তবুও তার
নাম দরবেশপাড়া॥
ফাঁসিতলায় হয় না ফাঁসি
নাই যে ফাঁসের দড়ি।
মোক্তার উকিল এ্যাডভোকেটের
শুধুই ছড়াছড়ি॥
হরিদাস নগরেতে
নাই চামারের বাস।
আদালতে মামলা চলে
সেথায় বারমাস॥
নীলরতন কলোনীতে
রতন নাহি মেলে;
লাশঘরেতে লাশের গন্ধ
মেলে সেথায় গেলে॥
সরিষাপট্টি নামটি শুধু
রেকর্ড পত্রে পাই।
খুঁজে খুঁজে ভুত ছাড়ানোর
সরষে পেলাম নাই॥
ফুলতলাতে নাইকো যে ফুল
নাই যে ফুলের চাষ।
দোকান পসার লোকের ভীড়
আসছে যাচ্ছে 'বাস'?
অফিস, ষ্টেশন, পুরসভার
নামটি জঙ্গিপুর।
শহরের নাম রঘুনাথগঞ্জ
আসল বহুৎ দূর॥

ন নিম্বো মধুরায়তে

হায় জ্যোতিবাবু—
এ বোধ আপনাদের কবে হবে?…
'পয়সা সেচিতো নিত্যং/ন নিম্বো
মধুরায়তে'

নিম্ব বৃক্ষে মধু সেচন করলেও নিম্ব নিম্বই। তাতে তিক্ত ফলই ধরে। গাত্র, পল্লব কোন কিছুই মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয় না। রাজনীতির স্বার্থে সমাজের সর্বস্তরে যে নিম্ব বৃক্ষ আপনারা রোপণ করেছেন, তার তিক্ততায় অস্থির হয়ে এখন শত চেষ্টা করলেও, শত শর্করা বারি সেচন করলেও মিষ্ট ফলের আশা দুরাশা মাত্র। আজ হাড়ে, মজ্জায় দুর্নীতি অনুপ্রবিষ্ট। কি সরকারী কর্মচারী, কি শিক্ষক, কি রাজনৈতিক নেতা-উপনেতা, কি সাধারণ মানুষ সবাই অর্থ, অর্থ করে পাগল। অর্থ উপার্জনে সততা অসততার বাছবিচার কারো নেই। বর্তমানে সততা মানে মূর্খতা। দারিদ্রকে সেধে ডেকে আনা। সেখানে সৎ উপদেশ কোন কাজেই লাগবে না। পূর্বাবস্থা, সাধুতা, সততা ফিরিয়ে আনতে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে সযত্নে রোপিত নিম্ববৃক্ষের মূল। •তার •••তা কি আপনারা পারবেন?

মির্জাপুর স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগ

মির্জাপুর : গত সপ্তাহ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তার ফলে কেন্দ্রগুলিতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। মির্জাপুর স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আচরণে পরীক্ষার্থী মহলে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর। স্কুলের প্রধান ফটকে যেভাবে পরীক্ষার্থীদের আপাদমস্তক পরীক্ষা করা হচ্ছে তাতে মনে হয় তারা সকলেই ভীষণ ভাবে অপরাধী। খাতা বইতো কেড়ে নেওয়া হচ্ছেই এমন কি টিফিন বাক্সও অমানবিকভাবে কেড়ে নিয়ে রেখে দেওয়া হচ্ছে। এই পুলিশোচিত ভল্লাসীতে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মাথা ঠিক রেখে পরীক্ষা দিতে পারছে না বলে অভিভাবকেরা আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন।

চালু অবস্থায় একটি জীপগাড়ী বিক্রয় আছে। অনুসন্ধানের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

উর্বশী ষ্টোর্স/রঘুনাথগঞ্জ

স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টের জন্য

মহকুমা তথ্য দপ্তর সূত্রে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে স্বল্প সঞ্চয় এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। যে কোন বিষয়ের লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রঘুনাথগঞ্জ-১ এর নিকট আগামী ৩০ মের মধ্যে এই দরখাস্ত করতে পারবেন। আবেদন পত্রে প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের রেজিষ্ট্রেশন নং উল্লেখ করতে হবে।

জেলা প্রেস ক্লাবের সম্মেলন

সংবাদদাতা : আগামী ২৩ ও ২৪ মে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলন বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম দিন ২৩ মে প্রতিনিধি সম্মেলন। ২৪ মে রবীন্দ্র ভবনে প্রকাশ্য সম্মেলনে জেলার সাংবাদিক, সম্পাদকদের অথবা তাঁদের পক্ষ থেকে একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

পিওন আবশ্যক

দুই মাসের জন্য 'লীভ ভ্যাকেন্সিতে একজন উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন পিওন দরকার। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

প্রশাসক,
বহুতালী উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ বহুতালী, জেলা মুর্শিদাবাদ

দিকে দিকে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

সংবাদদাতা : গত ৯ মে (২৫ বৈশাখ) এই মহকুমার দিকে দিকে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে অরঙ্গাবাদ সরকারী কর্মচারী রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে বি ডি ও অফিসের পাশের আমবাগানে 'পশ্চিমে বৈশাখ এলো' প্রভাতী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক নীহার চৌধুরী। ধুলিয়ানের সংস্কৃতিপ্রেমী নাগরিকবৃন্দ ঐ দিনটি প্রভাতফেরী এবং চলমান সংগীত, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে মনোরম করে তোলেন। রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির ক্লাব ময়দানে নৃত্যগীত আবৃত্তির মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

মিঠিপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গান, আবৃত্তি এবং সমবেত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র জন্মদিন পালন করা হয়। পরের দু'দিন ক্লাব সভ্যরা দু'খানি নাটক 'দায়ী কে ?' এবং 'তদন্ত চলছে' মঞ্চস্থ করেন।

হিটলারের শবও নড়ে বসলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এস ডি পি ওকে গাড়ীর কাগজপত্র দেখান। এবং তাঁর এই অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। উত্তেজিত পুলিশ অফিসার এ্যাডভোকেট অক্ষয় ভদ্রের জামার কলার ধরলে অক্ষয়ও পাল্টা তাঁর কলার ধরেন। ফলে এস ডি পি ও হাল্টার দিয়ে ঘটনাস্থলেই অক্ষয়কে এলোপাথারি মারতে থাকেন। অমূল্যবাবু অক্ষয়কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনিও প্রহৃত হন। পরে অক্ষয়, প্রণব ও অমূল্য ভদ্রকে পুলিশের জীপে বন্দী করে থানায় নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও বেশ কিছু এ্যাডভোকেট থানা চত্বরে এসে উপস্থিত হন। থানার বাইরে জনতার সামনেই এ্যাডভোকেট অক্ষয় ভদ্রকে কান ধরে ওঠা বসা করানো হয়। এমনকি জল খেতে চাইলে তাও দেওয়া হয় না। থানার মধ্যে এস ডি পিওর বর্ব্বরোচিত অত্যাচারে অক্ষয় ভদ্র মাটিতে বসে পড়েন। উক্ত পুলিশ অফিসার অক্ষয় ভদ্রকে উদ্দেশ্য করে উকিলদের সম্বন্ধে অনেক অশালীন মন্তব্য করেন। অবস্থা দেখে অগত্যা কয়েকজন এ্যাডভোকেট অনুমতি নিয়ে থানার ভিতরে প্রবেশ করে। এস ডি পিওকে তাঁর এই আচরণের কারণ জানতে চাইলে তিনি শালীনতা বিসর্জন দিয়ে উদ্ধত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে ওঠেন—"What I have done, I have done well you can do anything you like. He blowed me, and I will not tolerate such." এ্যাডভোকেটদের মধ্য থেকে মৃণাল ব্যানার্জী বলেন—আপনি কারণ জানাতে না চান জানাবেন না, কিন্তু আপনার প্রহারে আহত এই তিনজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। এস ডি পিও কোন উত্তর না দিয়ে ওঁদের থানা থেকে চলে যেতে বলেন। অপমানিত এ্যাডভোকেটরা থানা থেকে চলে আসেন। পরে নাকি থানায় কোনরূপ অভিযোগ লিপিবদ্ধ না করেই তাঁদের তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে অক্ষয় ভদ্র ও তার ভাইয়ের আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহরমপুর পাঠিয়ে দেন। ডাক্তারদের অনুমান তাঁর হাত ও পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৯ মে জঙ্গিপুর বার এসোসিয়েশনে এক জরুরী সভা হয়। ঐ সভায় ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও এস ডি পিওর শাস্তি দাবী করা হয়। আরও ঠিক হয়—দাবীর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১১ মে থেকে প্রতিদিন তাঁরা শহরে ধিক্কার মিছিল বের করছেন। ৯ মে মিঞাপুর বাজার বন্ধ রেখে এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে আমাদের পত্রিকায় এস ডি পিওর উদ্ভট আচরণের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের অভিমত, উক্ত পুলিশ অফিসার এই মহকুমায় যোগদানের পর থেকেই শান্তিপ্রিয় মানুষদের সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করে চলেছেন, তাতে শহরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তাঁদের ধারণা এই তরুণ পুলিশ অফিসারটি শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে চান যেন সকলেই তাঁকে নবাব বাদশা বলে পথে ঘাটে কুর্নিশ করতে বাধ্য হন। না হলে তাঁর কর্মসূচী যদি দুষ্টের দমন হত তবে এই ক'মাসে তিনি অন্তত এই অঞ্চলের ব্যাপক চোরাচালান, ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে তিনি রহস্যজনকভাবে নীরব। বরং তাঁর আমলে এই অঞ্চলে চোরাচালান, চোরাই মদ, হিরোইনের ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ অফিসারের এই সব উদ্ভট আচরণ দেখে জনসাধারণের মনে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

"জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্ববোধ ঃ শান্তিনিকেতন ২)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

প্রস্তাবে মন্ত্রীর সম্মতি আমলার অনিচ্ছা

বিশেষ সংবাদদাতা : সেচমন্ত্রী ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শনকালে বিধ্বস্ত ফ্রেজারনগর, বীরেন্দ্রনগর, রঘুনাথপুর গ্রামগুলির দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দ্রুত গঙ্গার পাড় বাঁধানোর আবেদন জানান। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু খবরে প্রকাশ, স্থানীয় সেচদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রীর সামনেই মন্তব্য করেন—কাশিয়াডাঙ্গার তুলনায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির গুরুত্ব অনেক কম। তদুপরি ঐ সব গ্রামে তেমন কিছু শস্য উৎপন্ন হয় না। সে কারণে স্বল্প সংখ্যক গ্রামবাসীর স্বার্থে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করার কোন প্রয়োজন আছে কি? তাঁর এই মন্তব্যে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সাগরদীঘির বর্ত্তমান বিধায়কও ইঞ্জিনিয়ারের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন বলে প্রকাশ। ভাঙ্গনের কাজ পরিদর্শনের পর কাশিয়াডাঙ্গায় এক বিশাল জনসমাবেশে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মিলিত হন। সেখানে গোবিন্দপুর হাই স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিকে রূপান্তর, কাশিয়াডাঙ্গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন, মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি হাই মাদ্রাসার ব্যবস্থা ও গ্রামগুলিকে বৈদ্যুতিকীকরণের প্রস্তাব রাখা হয়।

মিঞাপুরে নাভিশ্বাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেতৃত্বে কয়েকজন তাদের বাধা দেয়। বাধাদানকারীরা নাকি হুমকী দেয়—মিঞাপুরের পরিবর্তে উমরপুর হাটে চাল বিক্রী করতে হবে। না করলে চাল লুঠ করে নেওয়া হবে, বোমা মেরে জখম করা হবে, এই এলাকায় ব্যবসা করা বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি। তাদের জুলুমের শিকার হয়ে কিছু ব্যাপারী উমরপুর হাটে চাল বিক্রী করেও সম্পূর্ণ টাকা পায়নি বলে আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করে। রোজার মুখে গাছ তলায় তাদের দিন কাটাতে হয়েছে। সেইদিন থেকে সমানে একই জুলুম চলছে। অশান্তির ভয়ে অনেকে চাল আনা বন্ধ করে দিয়েছে। মিঞাপুর বাজারে চাল অমিল হয়ে পড়েছে। ফলে একদিনেই রঘুনাথগঞ্জে চালের দাম উর্দ্ধমুখী। অন্যদিকে উমরপুর হাটে স্তূপাকৃত চাল বস্তা বন্দী হয়ে পড়ে আছে। লাইসেন্সবিহীন এত চাল এখানে কিভাবে মজুদ থাকে এবং কার হেফাজতে এটাই প্রশ্ন। মহকুমা খাদ্য সরবরাহ বিভাগ কোন্ রহস্যজনক কারণে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অপারগ জনসাধারণ তা জানতে চান। ঘটনার অনুসন্ধানে জানা যায়—উমরপুর পশু হাটের মালিক পুর কমিশনার সূর্যনারায়ণ ঘোষাল ও জনৈক লক্ষ্মীকান্ত সরকার। ঘটনার দিন কয়েক ট্রাক চাল জোর জবরদস্তি উমরপুর হাটে নামিয়ে নেওয়া হয়। মিঞাপুরের প্রায় ৫০ জন চাল ব্যবসায়ী এভাবে তাঁদের রুজি রোজগার বন্ধের প্রতিবাদ করলে হাট কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁদের প্রয়োজনে ফৌজদারী করবেন বলে হুমকী দেন। মিঞাপুরের ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গিপুরের এস ডি ও, সাবডিভিশনাল কনট্রোলার (ফুড), থানার ও সির সঙ্গে দেখা করেন। ৫০/৬০ জন ব্যবসায়ীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি ডেপুটেশন মুর্শিদাবাদের ডি এম, এস পি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে পাঠান হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৫ মে জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি এক জরুরী সভা ডেকেছেন বলে জানা যায়।

মে দিবস উদযাপন

ধুলিয়ান : গত ১ মে বিকেলে স্থানীয় সি পি এম দলের উদ্যোগে বিপুল উদ্দীপনায় পার্টি অফিসের পাশে মে দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষিকাবৃন্দ 'জীবনের গান' নামে একটি মনোমুগ্ধকর গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন। কিশোরী নৃত্যশিল্পী পাপিয়া সিংহ ও সঞ্চয়িতা দাসের নাচ দর্শকদের আনন্দ দেয়।

বিশ্ব বিখ্যাত
লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেন্ট
নিশ্চিন্ত ব্যবহার করুন

কারণ এর—

★ উচ্চতর শক্তি
★ সুনিশ্চিত মূল্য
★ অপরবর্ত্তনীয় উৎকর্ষ

যা বাজারের অন্য কোন সিমেন্টের মধ্যে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম জার্মানীর কুশলী সিমেন্ট বিশেষজ্ঞদের নবতম আবিষ্কার। ইহা উচ্চশক্তি সম্পন্ন। যে কোন নির্মাণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ঢালাই ও প্লাষ্টারিং-এর কাজে দ্রুত জমাট বাঁধা এবং পরিমাণে কম লাগে।

লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেন্ট মানেই নিরাপত্তার সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি

সত্বর যোগাযোগ করুন :
অনুমোদিত ষ্টকিষ্ট : এম, এল, মুন্দ্রা।
জঙ্গিপুর ফোন : ২১
এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাওয়া যাচ্ছে
যোগাযোগ করুন : গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুসুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অধীরতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।